**THE PENTA**

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে এই কয়েক বছর হলো। ঠিক করে বলতে গেলে 70 বছর পেরিয়ে চার মাস (আজকে কয় তারিখ,,,,ও আজ তো 17 ই আগস্ট) 15 দিন। এখনতো 70 বছর আর এমনকি সময় কেননা এখনকার মানুষের গড় আয়ু গিয়ে পৌঁছেছে 150 বছরে। অনেকে 170/80 বছরও জীবিত থাকে। ও আমাদের তো বলাই হয়নি, আমরা কোন সময়কার কথা বলছি। এখন সময়টা 3078 সালের 17 আগস্ট। এখন মানুষ সবকিছু নতুন করে করতে শিখেছে। “সর্বশেষ বিশ্ব যুদ্ধটাকে এখনকার মানুষ এ পৃথিবীর নতুন জন্ম হিসাবে ধরেছে। আগেরকার পৃথিবীর ইতিহাস অনলাইন আর্কাইভ ছাড়া হাতে গোনা কিছু মানুষের কাছে জানা যায়। এখনকার মানুষ আগের মানুষের জীবনের কথা মনে করতে চায়না। প্রকৃতিও যেন আমাদের এ সিদ্ধান্তে একমত। যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যে বাতাসে সব ভারী ভারী পদার্থ মিশে গিয়েছিল এবং সার্বক্ষণিক বড় বড় সব এয়ার ফিল্টার মাক্স ছাড়া থাকা যেত না। কিন্তু এখন সেই বাতাস তার বিপরীত। এটাও একটা বড় কারণ যে ,বর্তমানে আগের পৃথিবীর খুব বেশি সংখ্যক মানুষ বেঁচে নেই। যদিও যুদ্ধের আগের মানুষ দীর্ঘায়ু পেয়েছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের অসাধারণ সাফল্যে। তবুও ওই ভারী পদার্থ মানুষের ফুসফুস নিতে পারেনি। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান থেমে থাকেনি। এইযে তখন অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ বেঁচে গিয়েছিল তা ওই চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্যই। পরে একদল বিজ্ঞানীকে অবশ্য নোবেল দেয়া হয়েছিল যদিও নোবেল 3010 এরপর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, ওই যে একটাই এটা পুরনো পৃথিবীর। তিন হাজার নয় সালে বলতে গেলে নতুন পৃথিবীর জন্ম হয় মানে আমাদের পৃথিবীর। (তার একজন নেতা। আর পুরো পৃথিবী মিলে একটি দেশ হয়ে আগের পৃথিবীর দেশ গুলো এখন হয়েছে এক একটি অঞ্চল)। আগের পৃথিবীর কার্বন নিঃসরণ থেকে শুরু করে সকল প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের কারণ গুলো বন্ধ করা হয়েছে। এখনকার মানুষ তাদের নিজেদের ভালো বুঝতে পারে। তাই তারা এসব করা থেকে নিজেরাও বিরত থাকে আর তাতে প্রকৃতি হয়েছে প্রফুল্ল। কিন্তু তাই বলে মানুষের উদ্ভাবন বন্ধ হয়ে যায়নি। বর্তমান সময়কে বলা হয় উদ্ভাবনের বা ক্রিয়েশন এর যুগ।“ এ পর্যন্ত খুবই সুন্দরভাবে বক্তৃতা করে বক্তব্য শেষ করলেন এই নতুন পৃথিবীর সপ্তম নেতা। বর্তমানে পুরো পৃথিবী জুড়ে একটি নতুন ভাষা ব্যবহৃত হয়। এতে কারো কোন সমস্যা নেই কারণ বেশিরভাগেরই জন্য এখন এটা হয়েছে তাদের মাতৃভাষা। নেতার বক্তব্য শুনে সবার মতো 5.4 ইঞ্চি উচ্চতার পাতলা গড়নের লম্বা চুলওয়ালা শ্যামা বর্ণের ছেলেটি বেশ উদ্দীপ্ত। যদিও এরকম বক্তৃতা প্রত্যেক দশ বছর পরপর নতুন নেতাকে দিতে হয় তবুও যেহেতু এই ছেলেটি কেবলমাত্র তার যৌবনে প্রবেশ করেছে অর্থাৎ কেবল তার বয়স 20 পেরিয়েছে তাই তার কাছে এটি বেশ চমকপ্রদ বিষয় ছিল। এই ছেলেটির নাম মিনার্ড(বর্তমান নাম)। বর্তমান নাম কারণ মানুষ এখন তার নিজের নাম পরিবর্তন করে। এর মাঝেই তার ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনের রিংটোন বেজে ওঠে। তাকে ফোন দিয়েছে তার বন্ধু ক্যারি। মিনার্ড ও তার বন্ধুরা নিজেদের নাম পরিবর্তন করে করেনা। কিন্তু তবুও তাদের বন্ধুদের মাঝে প্রায়শই বিশেষ নাম ধরে অন্যদের সম্বোধন করা হয়। সে সময় মিনার্ড একটি ফুড জোনে বসে খাচ্ছিল। ফোনের দিকে তাকাতেই তার মনে পড়ল আজ তার অন্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার কথা। যদিও প্রায়শই তারা দেখা করে এবং একই স্কুলে পড়ে। সে দেখল ক্যারি এখন তার ডুয়েল সিস্টেম বাইসাইকেল নিয়ে তার বাসা থেকে বের হচ্ছে। এখন সকলেই তার ফোন দিয়েই কে কোথায় আছে জানতে পারে। এজন্য তার শুধু মোবাইলে ওই ব্যক্তির কন্টাক্ট নাম্বার সেভ থাকতে হয়।

ফোন রিসিভ করতেই ক্যারি বলে উঠলো

-কই তোর খবর কী?

-ভাই, তুই আসতে থাক, আমার খাওয়া প্রায় শেষ।

এর ঠিক পাঁচ মিনিট পর ক্যারি ওই ফুড জোনে উপস্থিত। আগেই বলে রাখা ভাল মিনার্ডসহ তার বন্ধুদের সবাই যেন একটু কেমন মনে করে। এর কারণটা অবশ্য তারাই তৈরি করেছে। যেখানে বর্তমান সকলেই নানা ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার করছে, তারা এক্ষেত্রে একটু গা ছাড়া মনোভাব প্রকাশ করে থাকে । যদিও সব প্রযুক্তিগুলো বিভিন্ন রকমের পরিবেশবান্ধবতার পরীক্ষা দিয়েই বাজারে এসেছে। তবুও কেন যেন তারা এ ব্যাপারে উদাসীন। কেবলমাত্র প্রয়োজন অনুসারে তারা সেগুলোর ব্যবহার করতে চায়। এই ধরুন মোবাইল ফোনের অটোমেটিক লোকেশন ডিক্টেটর টা এখন খুবই নিম্ন পর্যায়ের এবং পুরনো প্রযুক্তি। তারপরেও তারা এটা ব্যবহারে অনিচ্ছুক। শুধু অত্যন্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে সেটা তারা ব্যবহার করে ।এ ব্যাপারে তাদের একটি নিজস্ব মতবাদ রয়েছে। তারা মনে করে যে মানুষের জীবনে কিছু গোপনীয় তো থাকা দরকার এবং এর মাধ্যমে তারা নিজেরা নিজেদেরকে একজন মানুষ ভাবতে পারে। তারা মনে করে একজন মানুষের যখন সবকিছুই আগে থেকে জানা যায় কিংবা তার গতিপথ নির্দিষ্ট করা থাকে তাকে আর যাই হোক না কেন মানুষ বলা যায় না। ক্যারিকে দেখে মিনার্ড তাকে কিছু নাস্তা করা প্রস্তাব দিল।

উত্তরে ক্যারি না সূচক মাথা নাড়িয়ে বললো সে খেয়ে এসেছে। ক্যারি মিনার্ডকে তাড়াতাড়ি তার সাথে যাওয়ার জন্য তাগাদা দিল। কেননা তাকে জেমি একটু আগে ফোন দিয়ে জানিয়েছে যে, তাদের আজ যে জায়গায় দেখা করার কথা, সেখানে সে এবং লিয়াম পৌঁছেছে।

মিনার্ড উঠে দাঁড়িয়ে বিল পরিশোধ করতে করতে বললো:

-আমাদের তো আজ নদীর নদীর ধারের কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডের পাশে দেখা করার কথা।

এই জায়গাটি সকলেরে খুবই পছন্দ কিন্তু সবচেয়ে বেশি আর্নোর। তার একটা কারণ হলো আর্নোর একটু খোলামেলা এবং সাথে কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রযুক্ত জায়গা খুবই পছন্দের। আর যেহেতু এটি একটি পুরনো কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডের এর পাশে আর এই অঞ্চলের মধ্যে এই জায়গাটুকুই এভাবে পড়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে, তাই স্বাভাবিকভাবে এখানে মিনার্ড এর বন্ধুদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব নেই। নানা রকমের কথা বলতে বলতে মিনার্ড ও ক্যারি যাত্রা শুরু করল অন্যদের উদ্দেশ্যে। মিনিট দশেকের মতো লাগলো তাদের পৌছাতে। পৌঁছে তারা লিয়াম ও জেমির সাথে বিভিন্ন রকমের আলাপ আলোচনা করতে লাগলো। তারা সবাই বিস্মিতই হলো এটা ভেবে যে আর্নো এখনো আসেনি। একটু পর আর্নো তার ইলেকট্রিক্যাল সাইকেল থেকে নেমে তাদের দিকে আসতে লাগলো। তার মুখে যেন এক অজানাকে জানার আকাঙ্খা দেখা যাচ্ছে। আর্নোকে সাধারণত এরকম টা দেখা যায় না।

আর্নো সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করতে না করতেই বললো:

- আমাদের একবার সেই ‘ডাস্ট-ইয়ার্ড' এর ঐখানে যাওয়া উচিত।(এখানে ডাস্ট ইয়ার্ড বলতে মূলত যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জায়গার অবশিষ্ট আবর্জনা রাখার স্থানকে বোঝানো হচ্ছে।)

একথা শুনে সবাই প্রায় হ্যা সূচক মাথা নাড়লেও লিয়াম বলল:

- সেখানে তো রেডিয়েশনের মাত্রা অত্যাধিক।

সবাই এসব নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো।

এসবের মাঝে মিনার্ড বললো:

- আর্নো, তুই হঠাৎ ঐখানে যাওয়ার কথা বলছিস কেন?

উত্তরে আর্নো একটু গুছিয়ে এভাবে বললো:

-দেখ আমরা প্রায় অন্য সবার মতোই রুটিনমাফিক হয়ে গেছি। সারাক্ষণই আমাদের বর্তমান নিয়ে পড়ে আছে। যদিও এই পৃথিবীতে মানুষ পূর্বের সম্বন্ধে কিছুই জানতে বা মনে রাখতে চায় না। তাই বলে কি আমাদেরও এ নিয়ে কোন মাথাব্যাথা থাকার কথা না?

উত্তর শুনে সকলের মনে হল আজ আর্নো কি আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে এসে তাদের মাঝে কথাগুলো বলল। তার কারণ তারা সবাই যখন একসাথে থাকে তখন এমন ফরমালিটি মেইনটেইন কেউ করেনা। তাদের মাঝে কেমন যেন আত্বার সম্পর্কের চেয়েও বেশি কিছু হয়ে উঠেছে। তাদের মাঝে গোপনীয়তা বলতে কিছুই নেই। আর তারা নিজেদের সাথে কথা বলে ক্যাজুয়ালি ভাবে।

আর্নোর কথা শুনে ক্যারি বললো:

-আমরা অনলাইন আর্কাইভ থেকে পুরনো পৃথিবীর সম্বন্ধে একটা ধারণা পেয়েছি।

(আর্নো):-অনলাইন আর্কাইভে যা আছে তা সকলেরই জানা। কিন্তু আমরা বাস্তবে তো কিছুই অর্থাৎ একটি বস্তুও আমাদের চোখের সামনে দেখি নি। আর আমার মনে হয় আমাদের ওই মন গড়া আর্কাইভ কে বা কে লিখেছে, তার চেয়ে ওই জায়গায় গিয়ে নিজেই বিশ্লেষণ করলে অনেক কিছু জানতে পারব। আর আমাদের সময়টাও দারুন যাবে নতুন কিছু সন্ধান করতে।

এসব শুনে জেমি বললো:-আমি রাজী।

তারপর সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করলো তারা সামনের রবিবার সেই জায়গায় যাবে যা তাদের ভাষায় অভিযানে যাব। আজকে যেহেতু শুক্রবার তাই হাতে আর একদিন বাকি এর মধ্যেই সব জোগাড় করতে হবে। ওই জায়গাটায় রেডিয়েশনের মাত্রা যেহেতু অত্যাধিক তাই একটা রেডিয়েশন রিডাক্টর নিতে হবে।(এখন আর আগের নভোচারীর মতো পোশাক হেলমেট ইত্যাদি লাগেনা।) এই রেডিয়েশন রিডাক্টর ছোট্ট একটা যন্ত্র ,আগেকার মোবাইলের মতো। এর মাধ্যমে রেডিয়েশনের মাত্রাও জানা যায় আবার তার তারতম্যও ঘটানো যায়। মেটাল ডিটেক্টর গ্লাভস, থার্মাল চশমা, নয়েজ চেকার, হেডফোন এরকম আরো কিছু লাগবে। এসবের দাম সবমিলিয়ে আঁশি ইয়ামের বেশি হবেনা। এখন মানুষ এ দিয়ে চাইলেই একদিন খুব ভালোভাবে চালিয়ে দিতে পারে। মিনার্ডরা এসব কেনার দ্বায়িত্ব দিল লিয়ামকে। আর এজন্য তারা তাকে তার অংশটা বাদে চারশ ইয়াম দিল।(এখন অবশ্য বাজারে আগের মতো একটি নির্দিষ্ট জিনিসের অনেক ব্র্যান্ড থাকে না। এখন একটি নির্দিষ্ট জিনিসের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্র্যান্ড এবং তাদের পণ্য কে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাজারে ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হয়।) আর জায়গা সম্বন্ধে ভালোভাবে জানার দায়িত্বটা পড়ল জেমির উপর। তাদের আরেকটা সিদ্ধান্ত হয়, তা হলো তাদের এই অভিযানটি হবে একদম চুপিচুপি এবং এর কথা শুধু তারা ছাড়া যেন অন্য কেউ জানতে না পারে। সেদিন তারা আরো কিছুক্ষন একসাথে কাটানোর পর বাসায় ফিরল। তারপর তারা সবাই নিজেদের মতো প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। জেমি তার নিজস্ব ল্যাপটপটা খুলে সেই পরিত্যক্ত এলাকা অর্থাৎ ডাস্ট জোন সম্বন্ধে সার্চ করল। তার সামনে অনেক রকমের তথ্য এসে পড়ল, সে দেখতে পেল এই অঞ্চল টা মোটেও কম নয়। এর আয়তন প্রায় পাঁচ’শ বর্গকিলোমিটার। সেখানকার কিছু চিত্র দেখল সে। এই জায়গাটা যেন এই পৃথিবীর নয়, তার কাছে মনে হল। কেমন যেন পরিবেশটা। চারদিকে সব ভাঙ্গা ভাঙ্গা জিনিস এবং তার অনেকগুলো আবার বিশাল বিশাল। এসব জিনিস তার কাছে প্রায় অধিকাংশই অচেনা। যাইহোক ছবিগুলো দেখতে দেখতে তার নজর পড়লো একটু ফাঁকা স্থানের উপর। ভালো করে দেখে বুঝল এটা ফাঁকা কোন জায়গা না, এটা আসলে একটি ছোট হ্রদের মতো।এসব আবর্জনা এখানে এসে পড়ে পানির কালার তো পরিবর্তন করেইছে, তার সাথে কেমন যেন ঘনত্ব টা বাড়িয়ে দিয়ে জমাট বাঁধার মতো অবস্থা করেছে। এই জায়গাতে ঢোকার এবং বের হওয়ার একটাই দরজা। যা প্রায় সবসময়ের জন্যই বন্ধ। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই এরকম স্থান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল এবং আগের পৃথিবীর প্রায় সব কিছুকেই বিভিন্ন পারমাণবিক শক্তি দ্বারা টুকরো টুকরো করে এইসব অঞ্চলে ফেলা হয়েছে। মূলত এই কারণেই এসব অঞ্চলের রেডিয়েশনের মাত্রা বেশি। কিন্তু এসব স্থানের বাইরে যে ফেঞ্চ আছে সেটার বাহিরে রেডিয়েশনের মাত্রা স্বাভাবিক। পুরো আবর্জনা স্থানের ভিতরে রাখতে প্রায় দুই বছর সময় লেগেছিল। তারপর থেকেই এই দরজা গুলো প্রায় বন্ধ। কেউ এসব অঞ্চলে আসা তো দূরের কথা চিন্তাও করতে চায় না। এসব জায়গায় সম্ভবত এই পৃথিবীতে সবচেয়ে ঘৃণিত এলাকা। জেমি আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখে ল্যাপটপ বন্ধ করে রুমের বাইরে তার মা-বাবার সাথে দেখা করতে গেল। পরের দিন লিয়াম তার সকালের খাবার শেষ করে দশটার দিকে স্মার্টশপে গেল। এখনকার এলাকাগুলো অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। এখন চাইলেই মানুষ তার ইচ্ছে মতো যেখানে সেখানে কোন প্রতিষ্ঠান খুলে বসতে পারেনা। তাদের এলাকায় আছে তিনটি স্মার্ট শপ। তার একটাতে লিয়ামের একটু দূর আত্মীয়ের একজন লোক থাকে সম্পর্কে মামা হয়। লিয়াম সেখানেই গেল এবং পৌঁছেই মামার সাথে দেখা হলো তার। সে তার মামার সাথে কুশল বিনিময় শেষে এভাবে কথাটা বললো,

-মামা, আমরা বন্ধুরা মিলে ল্যাবে একটা গবেষণা করতে চচ্ছি, আর এজন্য কিছু জিনিস লাগত আমাদের।

-আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস।

-একটু রেডিয়েশনের যন্ত্রপাতিও লাগবে।

-ডোন্ট ওয়ারী।

উত্তর শুনে লিয়ামের মনে হল মামা কিছু বুঝতে পারিনি যে তারা ওই জায়গায় যেতে চায়।তারপর তার মামা একটা দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে

-তোমাদের কয়টা সেট লাগবে?

-পাঁচটা।

লিয়ামের মামা তার সামনে একে একে বিভিন্ন জিনিস স্ক্যান করতে পারে এমন গগলস, বাইরে 3g পর্যন্ত চাপ সহ্য করতে পারে এমন জ্যাকেট,একটা হেলমেট, বিশেষায়িত একটা ঘড়ি এবং মেটাল চেকার গ্লাভস এগুলোর পাঁচটি সেট তৈরি করে লিয়ামের সামনে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন।

-অ্যানিথিং এলস্?

-মামা,রেডিয়েশন আর শব্দ বোঝার গেজেট।

-ও আচ্ছা।

তারপর তিনি রেডিয়েশন রিঅ্যাক্টর ও হেড ডট এর মত একটি নয়েজ চেকার দিলেন। এটা যে শুধু নয়েজ চেক করতে পারে তা নয় অন্য ভাষার শব্দকে রূপান্তরিত করতে পারে। এরকম আরো কিছু গেজেট দেওয়ার পর তার মামা ফাস্ট এইড জাতীয় একটা বক্স দিলেন এবং বললেন

-সেফটি ফাস্ট।

এগুলো নেওয়ার পর লিয়াম দাম জিজ্ঞাসা করল। তিনি দোকানদারের সাথে কথা বলে জানালেন প্রতি সেট ৭৭ ইয়াম। মূল্য পরিশোধ করে পাঁচটি ব্যাগে করে এসব মালামাল নিয়ে মামাকে বিদায় জানিয়ে বাসায় ফিরে আসে। বাসায় এসেই তার রুমের আলমারিতে ব্যাগগুলো রেখে আলমারিটা লক করে ফেলল। তাকে অবশ্য তার বাড়িতে ঢুকতে কেউ দেখেনি। কারণ তার বাবা-মা দুজনেই কর্মস্থলে। তারপরও সে একটু বেশিই সতর্ক। অন্যদিকে মিনার্ড ওই জায়গাটা এবং তাদের কি কি করতে হবে আর কি কি সমস্যা হতে পারে , এসব নিয়ে বলা যায় ধ্যান করছে। তার ভাবনায় প্রথমেই আসে যেহেতু জায়গাটা অনেক দিন থেকে জনমানব বিচ্ছিন্ন একরকম পরিত্যক্ত তাই তাদের হয়তো বিভিন্ন পোকামাকড়র সম্মুখীন হতে পারে। অন্যকিছুও হতে পারে। অন্য কিছুর সম্ভাবনা টা অনেক কম, ধরা যায় নেই। তবুও বলা যায় না যতই মানুষ পরিবর্তনের কথা বলুক মানুষ তো প্রজাতিগত ভাবেই মানুষ। মিনার্ড পরিকল্পনায় এই অন্যকিছু সম্ভাবনার পরিমাণ অল্প একটু রেখে পরিকল্পনা করতে লাগলো। তার মনে হলো ওই জায়গার মাঝে সকল কাজ তাদের সম্মিলিতভাবে করতে হবে। কোন কিছুতেই তারা এককভাবে কোন কাজ করবে না। এরকমটা সে মনস্থির করে ফেললো। আরো কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ে চিন্তা করে সে তার ক্লাসের জন্য বেরিয়ে গেল।

বেলা দশটা

মিনার্ড সহ তার সব বন্ধু স্কুলে চলে এসেছে। সবার মাঝেই কেমন একটা উজ্জীবিতা ও চাঞ্চল্যতা দেখা যাচ্ছে। সবাই খুব এক্সাইটেড তাদের মিশনের ব্যাপারে। সবাই একসাথে হয়ে তাদের নিজেদের কাজের আপডেট জানালো। এর মাঝে

ক্যারি - তোরা কি রোববারের ওয়েদার ফোরকাস্ট দেখেছিস?

(সবাই প্রায় এক সাথেই বললো) - না।

ক্যারি- (একটু মলিনতার সাথেই বললো) রোববার বৃষ্টি হবার আশঙ্কা প্রবল।

এটা শুনে সবারই একটু মন খারাপ হলো কেননা এখনকার ওয়েদার ফোরকাস্ট এর সঠিকতার পরিমাণ প্রায় ৯০%। যদিও তাদের মন খারাপ করলো তারপরও তাদের সবারই একটু করে আনন্দও হচ্ছিল। তার কারণ তারা সবাই বৃষ্টিতে ভিজতে খুব ভালোবাসে, আর অনেক দিন থেকেই বৃষ্টি হয় না। এসবের মাঝেই তাদের মোবাইলের নোটিফিকেশনের শব্দে বেজে উঠলো। এর মানেটা সবাই বুঝতে পেরে ক্লাসের দিকে এগিয়ে গেল। তাদের শেষের ফিজিক্যাল এনালাইসিসের ক্লাসটা হলো না স্যার অসুস্থ থাকার কারণে। এ ক্লাস না হওয়ার কথা শুনে ক্লাসের সবাই একে অপরের সাথে আড্ডাতে মেতে উঠলো। ক্যারি বন্ধুদের সামনে প্রস্তাব দিয়ে বসলো চল , আমরা মিশনটা সোমবার শিফট করি। এ সপ্তাহে সোমবারও বন্ধ। আর রবিবার বৃষ্টিতে ফুটবল খেলি। সবাই একটু ভেবে রোববার বৃষ্টি হবেই ধরে নিয়ে বৃষ্টিতে ওই জায়গায় না যাওয়াকেই বেশি বুদ্ধিমানের ভাবল। আর তার বদলে বৃষ্টিতে ফুটবল খেলার মজা নিতে পারবে বলে তারা সবাই রাজি হয়ে গেল। কিন্তু সমস্যা হলো তাদের আরো কিছু খেলোয়াড় প্রয়োজন। এখন মিনার্ডদের মতো বৃষ্টিতে ভিজে খেলা করার মতো ছেলে মেয়ে খুবই কম। এর মানে এই নয় যে এখানকার ছেলে মেয়ে কায়িকশ্রম করে না, তা নয়। তারা সেটা করে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে।

সমস্যার সমাধানে ক্যারি শিক্ষক মঞ্চে উঠে বললো

-তোমরা কি আমাদের সাথে রবিবার স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলবে? আর সেদিন বৃষ্টিও হবে।

এই কথা বলার পর ছেলেমেয়েদের সাড়া দেখে মিনার্ডরা তো হতবাক। প্রায় অধিকাংশই খেলতে আগ্রহী। এরপর তারা নিজেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে দল ঘোষণা করে দিল। আর খেলার সময় নির্ধারণ করা হলো সকাল ১০:৩০ মিনিট। কিছুক্ষণ পরেই তাদের স্কুল শেষ হলো এবং তারা একসাথে হাঁটতে শুরু করল। স্কুল থেকে কিছুদূর রাস্তা তাদের সবার জন্যই এক। এজন্য প্রতিদিনই প্রায় এতোটুকু রাস্তা তারা একসাথে গল্প করতে করতে বাসায় ফিরে। তাদের মিশনটা একদিন পিছিয়েছে বলে তাদের এক্সাইটমেন্ট কমেনি এতটুকুও। তারা কথা বলতে বলতে সিদ্ধান্ত নিলো যে তারা কোনো এক জায়গায় বসে আলোচনা করবে।

এ সময় জেমি তার মত উপস্থাপন করে বললো:

-আমি ঐ জায়গা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আবিষ্কার করেছি।

তারপর তারা তাদের নিজেদের বাড়ি ফিরে এলো। বিকেল পাঁচটায় তারা সবাই এক হয়েছে শহরের বায়ু ন্যাচারাল পার্কে। এখানে বেশ সুন্দর ওয়াক ওয়ে আর তার পাশে সুন্দর বসার জায়গা রয়েছে। এই ওয়াক ওয়েতে বেশি মানুষ জগিং করে না।মিনার্ডরা ঐ বসার স্থানে বসলো।

মিনার্ড (আলোচনা শুরু করল এভাবে):

- আমাদের মিশন টা করতে হবে পরিকল্পিত হবে। জায়গাটা আমাদের সকলের জন্যই নতুন আর সেখানে কি অপেক্ষা করছে তা কে জানে?

তারপর আর্নো বলল:

-আমাদের সকলকেই একসাথে এবং সতর্ক থাকতে হবে।

কথাটা শুনে মিনার্ড ভাবল তার ভাবনার সাথে তো এটা মিলে গেছে। আর সেইসাথে সে যোগ করল

-কোন অবস্থাতেই আমাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া চলবে না।

এই সময়ে জেমি এক চমকপ্রদ তথ্য দিলো

-আমার কাছে মনে হয় জায়গাটার একটা কেন্দ্র আছে। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের ভাবনা, আমার কাছে কেন জানি না মনে হচ্ছে সকল বস্তুই বিশাল এই চেম্বারটার দিকে কেমন যেন তাক হয়ে আছে বা মনে হচ্ছে কেমন যেন সবাই একে কেন্দ্র করে সজ্জিত হয়ে আছে আর সঞ্চারণশীল।

তার কথা সকলে কেমন ভাবে যেন নিল। এর কারণ তারা ওই জায়গার ছবি সবাই অনেকবার দেখেছে কিন্তু এরকম তাদের চোখে পড়েনি।

এরমধ্যে ক্যারি বলে উঠলো:

-এটা মনে হয় শুধু তোরই ভাবনা।

কিন্তু এরপর যা ঘটলো তার জন্য হয়তো তারা কেউ’ই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলনা।

জেমি তার ল্যাপটপ টা বের করে সবাইকে বললো

-মনোযোগ দিয়ে দেখ।

তারপর সে তার ল্যাপটপের একটা প্রেজেন্টেশন ফাইল অন করল। সেখানে প্রথমে একটা ছবি বা স্যাটেলাইট ইমেজ দেখা গেল আর নিচে একটা সাল (সালটা ছিলো ২৮৯৯)।সেখানে দেখা যাচ্ছে সেই চেম্বারটা এর আশেপাশে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ফাঁকা জায়গা। জেমি বলল-এটা যুদ্ধের আগের স্যাটেলাইট জি-১৪পি৬ থেকে তোলা। তারপর আসলো আরেকটা ছবি যেখানে ওই চেম্বারটা পাশে এলোমেলোবাবে হাজারো জঞ্জাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সবাই সালের দিকে তাকাল এটা ৩০০৯।

জেমি এবার বলল:

-বুঝতে পারলি।

(ক্যারি)- কি আবার এটা যুদ্ধের পর আবর্জনাগুলো এনে ফেলা হচ্ছে এখানে।

-হ্যা এবার দেখ ম্যাজিক।

জেমি আরেকটা ছবি দেখালো। এবারেরটা 3029 সালের এখানে দেখা যাচ্ছে সেই আগের মত একটা ছবি।

-কি হইছে এটাতো আগেরটা মতই।

-তুই হয়তো আগের ছবিটা ঠিক করে দেখিস নাই একটুও ভালো করে দ্যাখ। (বলে আবার আগের ছবিটা দেখাল।)

সবাই বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখছে এ সময় জেমি বললো:

- যে কোন একটা বস্তুকে ভালো করে দেখ অবস্থানটা মনে করে রাখ।

এরপর যখন জেমি পরের ছবিটা দেখালো তখন প্রায় সবাই নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারা যেসব জিনিসকে দেখছিল তার মুখটা এবার উল্টো চেম্বারে দিকে হয়েছে। যেমনঃ আর্নো একটা ট্যাংকের মত কিছু একটাকে দেখছিল কামানের মতো অংশটা যেদিকে ছিলো এবার তা রয়েছে তার ঠিক বিপরীত দিকে। কিন্তু এরকমটা লিয়ামের ক্ষেত্রে হলো না। সে একটা বড় রকমের মূর্তির মত জিনিস যে দিকে দেখেছিল এখনও সেই দিকেই রয়েছে। এটা সে জেমিকে জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দেয় এভাবে:

-এখানে সেইসব জিনিসেরই কেবল দিক পরিবর্তিত হয়েছে যেসব জিনিসের দিক ঐ চেম্বারটার দিকে ছিল না আর যেসব জিনিস আগে থেকেই ঐ চেম্বার মুখী তাদের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

এটা বলে সে আবার দুটো ছবি দিয়ে লিয়াম যে মূর্তিটার কথা বলেছিল তার দিক পরিবর্তন না করার বিষয়টা বুঝিয়ে দিল। এরপর আসলো পরের ছবিটা এই সময় জেমি সবার উদ্দেশ্যে বলল:

-এর পরের ব্যাপার গুলো বোঝার জন্য এই চেম্বারটার চারদিকের ফাঁকা যায়গাটার পরিমাণের প্রতি নজর রাখতে হবে। সবাই যখন ৩০২৯ সালের ছবিটা দেখলো সবাই ওই চেম্বারের চারপাশে বেশ অনেকদূর পর্যন্ত ফাঁকা জায়গা লক্ষ্য করল। কিন্তু পরে ছবিটা দেখে তারা খালি চোখেই অনুমান করতে পারলো ফাঁকা জায়গার পরিমাণ কমে গেছে। এর পরের ছবিটায় তা আরো নির্দিষ্ট হলো। এই সালটা হলো ৩০৬৯। লিয়াম জেমি কে উদ্দেশ্য করে বলল

-এই ছবিগুলোর সাল গুলো এমন কেন? কোন সিকোয়েন্স নেই।

-সেটা ঠিক আমারও জানা নেই। আরেকটা ব্যাপার হলো ৩০৬৯ সালের পর থেকে আর কোনো ছবি নেই।

-এরকম ঘটনা বর্তমানে এই পৃথিবীতে কেউ লক্ষ্য করেনি এখনো। মানে তোর আগ পর্যন্ত।

-এটা আমারও মনে হয়েছিল। আর এটার একমাত্র কারণ হতে পারে আমাদের ওইসব জায়গা নিয়ে বিমুখতা। আর আগের পৃথিবীর যে কোন কিছু নিয়ে অনীহা। তা না হলে আমাদের এই পৃথিবীতেও এরকমটা সম্ভব আমার বিশ্বাস হয়না। আমার এই ছবিগুলোর সালগুলোর পিছনে একটা ধারণা হলো হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবেই উঠে গেছে এইসব সালে।

সব শোনার পর আর্নো বলে উঠলো:

-এখন আমি ওই লোকটার কথা বুঝতে পারছি।

সবাই প্রায় চমকে উঠার মত হয়ে গেল।

(ক্যারি)-কোন লোক? এটাও কি জায়গা সম্বন্ধে? এই জায়গাটা তো মাথা নষ্ট করে দিচ্ছে।

(মিনার)- খুলে বল সবকিছু।

(আর্নো)- তোরা সবাই জিজ্ঞেস করিস না আমি আগে কেন তোদের বলি নাই এসব। সত্যি কথা বলতে আমি নিজেও কিছু বুঝি নাই। কোন গুরুত্বই দেয়নি তখন।

ক্যারি বলে উঠল:

- বলতো আগে কি হয়েছে।

-তোরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছিলি আমরা যেদিন ওই কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডের পাশে দেখা করেছিলাম সেদিন আমি একটু, না বেশ কিছুক্ষণ দেরি করে পৌঁছেছিলাম। যদিও সেটা আমার খুবই প্রিয় জায়গা আর সব সময় আমি সেখানে আগে পৌছাই।

লিয়ম তাকে থামিয়ে বললো:

-হ্যাঁ আমরা সবাই এ ব্যাপারে অবগত আর তোকে দেরি করে আসতে দেখে আমরা সবাই বিস্মিত হয়েছিলাম। আমি তোকে প্রশ্ন করতে যাব কি এমন হলো আজ এত দেরি তার আগেই তুই কথা শুরু করে দিলি পরে আর ঐ কথাটা বলা হয়ে ওঠেনি।

- আমি সেদিন অনেক আগেই বাসা থেকে বেরিয়ে ছিলাম। ভেবেছিলাম আমি সবার আগে পৌছে কিছুটা সময় একাকী কাটাবো। কিন্তু কিছুদুর রাস্তা আসার পর একটা বেশ বয়স্ক লোকের সাথে দেখা হলো। আমার মনে হলো লোকটার বয়স দেড়শো বছরের বেশি হবে। লোকটা আমার সাইকেল থামিয়ে বললো, তোমাদের ডাস্ট-ইয়ার্ডের ওদিকে যাওয়া উচিত আর একটা খুবই জরুরী কথা, তিনি তার হাতে থাকা ঘড়ির দিকে নির্দেশ করে বললেন, উই আর রানিং আউট আওয়ার টাইম। এ কথা বলে তিনি চলে যেতে লাগলেন আমি তাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি এসব কি বলছেন আর আমাকে কেন বলছেন। তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন এটা শুধু তিনি আমাকে একা নয় আরও অনেক জনকেই বলেছেন। কিন্তু সবাই ঐ জায়গার কথা শুনলেই অনীহা প্রকাশ করে। তিনি আরো বলেন আমরা যতই আমাদের অতীতকে মুছে ফেলতে চাই না কেন তা কোনো না কোনোভাবে বা কোনদিন আমাদের বর্তমান জীবনকে প্রভাবিত করবে। এটাকে কারণ হিসেবে দাড় করিয়ে আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো আর নাই করো ঐ জায়গায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেও। আমি তার কথাকে কোন গুরুত্ব না দিয়েই তাকে বললাম, আমাদের ওইখানে যাওয়া উচিত কেন আর কিইবা আছে ওইখানে? তিনি আমার বাকি সবার মতো অনীহা দেখে চলে যেতে লাগলেন। যাবার সময় তিনি একবার আমার দিকে তাকিয়ে তার হাত ঘড়ির দিকে নির্দেশ করলেন। এরপর আমি আমার মতো চলতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম কি আছে ওইখানে। ওই জায়গাটা নিয়ে কৌতূহল ধরে রাখতে না পেরে অবশ্য আমার ফিরে গিয়েছিলাম পিছনের দিকে। কিন্তু আর তার দেখা পায়নি। তারপর আবার আমি ঐ কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডের দিকে যাওয়া শুরু করলাম। কিন্তু তখনো ওই ভাবনাটা আমার পিছু ছাড়েনি। তাই আমি এসেই তোদের ওই জায়গাটার কথা বলেছিলাম।

আর্নোর এসব কথা সবাই খুব মনযোগ দিয়ে শুনছিল। এরইমধ্যে মিনার্ড বলে উঠল:

- জেমি, তুই বললি যে 3069 সালের পর আর কোন ছবি নেই।

- হ্যাঁ।

- তার মানে এই কয়েক বছরে বাকি সব জিনিসগুলো হয়তো ঐ চেম্বারের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। আর আমার মনে হয় এজন্য ওই লোকটা বলেছে, উই আর রানিং আউট আওয়ার টাইম।

(ক্যারি):-ওইগুলো জিনিস চেম্বার এর কাছে আসলে কি ঘটবে। বিস্ফোরণ!

- তাতো আমরা জানিনা। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের ওই জায়গাটা তাড়াতাড়ি পরিদর্শন করা উচিত।

(লিয়াম):- আমার মনে হয় জেমি বাদে শুধু ঐ লোকটাই হয়তো এই জায়গার ছবিগুলোর বিশেষত্ব ধরতে পেরেছেন ।

এসব কথা চলার মাঝেই প্রায় হুট করেই মিনার্ড প্রস্তাব দিয়ে বসলো

- আমরা কি কাল ঐ জায়গায় যেতে পারি না।

সবার উত্তর দেয়ার ভঙ্গিমা দেখে মনে হলো সবাই যেন এরকম একটা প্রস্তাব এরই অপেক্ষা করছিল।

এরপর মিনার্ড বলল:

-কালকে আবার বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তাহলে কিন্তু আমাদের বিপদের আশঙ্কা বেড়ে গেল কয়েক গুণ।

(লিয়াম):- আমাদের আরো বেশি সতর্ক থেকে এবং পর্যাপ্ত সাবধানতা অবস্থা নিয়ে কাল যেতে হবে।

সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল কাল যেহেতু বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই তারা সকাল সাতটায় ওই জায়গায় উপস্থিত হবে। আর তারা সকালে মিলিত হবে এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বিল এর পাশের রাস্তায়। ঐখান থেকে ডাস্ট-ইয়র্ডে যেতে সময় লাগে বিশ মিনিটের মতো। সবাইকে বলে দেওয়া হলো কাল সবাই যেন 6:30 এর মধ্যেই ঐ বিলের পাশের রাস্তায় উপস্থিত হয়। এই সিদ্ধান্তের পর লিয়াম সেই গ্যাজেট ভর্তি ব্যাগ গুলো সবাইকে একটা করে দিয়ে দিল। ভাগ্যিস সে ব্যাগ গুলো আজ তার সাথে করে এনেছিল। নইলে আবার সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসতে হতো। তাকে ব্যাগগুলো আজ যে করেই হোক অন্য কারো কাছে রাখতে হতো। কেননা তার আলমারিটার লকটা আপডেট করার জন্য মিস্ত্রি মানে ডেভলপার আসার কথা, আজ রাতে। তার চেয়ে সবাই তার নিজ নিজ গ্যাজেট গুলো পেয়ে গেল। গ্যাজেট ভর্তি ব্যাগ গুলো নিয়ে সবাই তাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল এরইমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে মিনার্ড ঘড়িতে দেখল সাতটা বাজে। মিনার্ড ও ক্যারির বাসা একই রাস্তায় হওয়ায় বাড়িতে যেতে যেতে আরো কিছু কথা সেরে নিল। এরপর যখন তারা মিনার্ডের বাসার সামনে আসলো তখন ক্যারি তাকে বিদায় জানালো এইভাবে

- কাল সকাল ছয়টার সময় নিচে থাকবে। তাহলে কাল দেখা হচ্ছে বাই ।

- ওকে বাই।

সবাই বাড়ি ফিরে তাদের বাবা-মা'দের কাছ থেকে কাল সকালে বাইরে যাওয়ার অনুমতি নিল তাদের এক প্রজেক্ট এর কাজ করবে বলে। আর তার সাথে এটাও বলে দিয়েছে যে ফিরতে দেরি হতে পারে। সবার জন্য রাতটা কেমন যেন ছিল। কেমন একটু বিরক্তিকর যেন কাটতেই চাচ্ছিল না। মিনার্ড তার ঘরের স্পিকারে এলার্ম দিয়ে রেখেছে চারটার সময়। ঘুম থেকে জাগনা পেয়ে হকচকিয়ে গেল সে। সে মনে করার চেষ্টা করছে কোন এলার্মের শব্দে সে শুনেছে কি-না। তার ভালোই মনে আছে কোন রকমের এলার্মের শব্দ সে শুনেনি। তাহলে কি তার দেরি হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শান্ত হলো সে। ঘড়িতে তখন 3:30। বিছানা থেকে উঠে নিজের ওয়াশ রুমে ঢুকে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে এসে নাস্তাটা সেরে নেয় সে। এসব করতে তার সময় লাগে আধঘণ্টা। তার আধঘণ্টাই লেগেছে সেটা বুঝতে পারল যখন সে রুমে প্রবেশ করল ঠিক তখনই এলার্ম বাজতে শুরু করলো। এলার্মটা অফ করে মিনার্ড ভাবতে বসলো তাদের যদি কোনরকম অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা ঘটে তখন তারা কি করবে। এরপর সে তার মোবাইলে নতুন একটা প্রোগ্রাম বানাতে লাগলো যার মাধ্যমে তারা যদি কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে তাহলে তাদের অভিভাবকদের কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তাদের অবস্থান এবং তাদের অবস্থার খবর তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে যাবে। এর জন্য তার বা তাদের কোনো বাড়তি কিছুই করতে হবেনা তার মোবাইল তাদের কথাবার্তা এবং পরিবেশের অবস্থা ডিটেক্ট করে আপনা-আপনি করে নেবে। আর এটা বন্ধ করতে পারবে একমাত্র সে নিজে। এখন সময় পাঁচটা। মিনারের প্রোগ্রামটা বানানো প্রায় শেষ এমন পর্যায়ে। এর মধ্যে তার বাবা-মা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে এবং মর্নিং ওয়াকের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এরকম মর্নিং ওয়ার্কের ব্যাপারটা আবার নতুন করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সবার মাঝে। তার কারণ হলো সেই প্রযুক্তি। প্রযুক্তি তাদের নির্ধারণ করে দিয়েছে কার কতটুকু হাঁটাহাঁটির প্রয়োজন। মাঝখানে 30/40 বছর অবশ্য এটাকে অতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু এখন প্রায় অধিকাংশ লোকে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন, এটা না বলে এর চেয়ে তার নিজস্ব হেলথ এসিস্ট্যান্ট এর যাবতীয় নির্দেশ মেনে চলে তার সাধ্যের সবটুকু দিয়ে এটা বলাই ভালো হবে। আর মেনে চলবেই না কেন? এখন তো আগের মত পাহাড় সমান কাজের চাপ নেই। প্রোগ্রামটা বানানো শেষ করে মিনার তার ঘরের দরজাটা লক করে তার ব্যাকপ্যাক গোছাতে শুরু করে দিল। তার সব গ্যাজেট ছাড়াও সে প্রতিরক্ষামূলক কিছু জিনিসপত্রও সাথে নিল। এর মধ্যেই সে দেখল ঘড়িতে 5:30 বেজে গেছে। সে তার ড্রেসটা পাল্টে স্পোর্টিং জাতীয় পোশাক পড়ল। তখনই তার মনে হল সে তো তার রেইনকোর্ট টা নেয় নি। মিনার্ড রেইনকোর্ট’টা তার ব্যাগে ঢুকিয়ে জানালা দিয়ে আকাশটা দেখল। আকাশটা কেমন যেন হয়ে আছে মনে হচ্ছে। আবহাওয়াটা সত্যিই আজ খারাপ। আকাশ দেখা শেষে তার ব্যাগ থেকে ল্যাপটপটা বের করে ওই জায়গাটা নিয়ে আবার নানা তথ্য,ছবি এসব দেখা শুরু করল। থ্রি-ডাইমেনশনাল ছবিগুলো দেখতে দেখতে সে লক্ষ্য করলো ঐ জায়গাটার উত্তর পাশের ফেঞ্জটা অপেক্ষাকৃত নিচু আর পাশ দিয়ে কোন রাস্তাও নেই। আছে সুবিস্তৃত এবং এই অঞ্চলের একমাত্র বন। নাম ‘ফিউরিয়া ফরেস্ট'। মিনার্ড ভাবলো যদি তারা এদিক দিয়ে ভেতরে ঢুকে তাহলে তাদের সাইকেলগুলো ফেন্সের বাইরে রাখলেও বনের জন্য কেউ দেখতে পাবে না।

এরই মাঝে ক্যারির ফোন

- কিরে, কই তুই?

- এই যে আমি নামছি।

এই বলে মিনার্ড তার রুম টা লক করে নীচে নেমে তার সাইকেলটা নিয়ে রাস্তায় আসাতেই ক্যারি বলল

-তোকে বলছিলাম না বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবি।

-আরে , আমি কোন দিক দিয়ে ঐ জায়গাটার ভেতরে ঢুকবো সেটা দেখছিলাম।

সাইকেল চালাতে চালাতে মিনার্ড এতক্ষণ যা ভেবেছে সে গুলো ক্যারিকে বলতে লাগলো। তার কথায় ক্যারি সম্মতি জানালো। এরপর তারা গল্প করতে করতে ঐ বিলের পাশের রাস্তায় চলে আসলো। ক্যারি সময়টা দেখল।

এখন ৬:২৫।

এখানে শুধু আর্নো উপস্থিত আছে।

আর্নো বললো:

-আমি এখানে এই তিন থেকে চার মিনিটের মতো সময় হলো এসেছি। আর দ্যাখ আকাশটা কেমন যেন একটু পরিষ্কার দেখাচ্ছে।

(মিনার্ড):- হ্যা, ভোরের তুলনায় অনেক ভালো‌। কিন্তু কখন যে কি হয়।

এরই মধ্যে লিয়াম আর জেমি উপস্থিত।

(লিয়াম):-জাস্ট ইন টাইম।লেটস গো, দেরি করে লাভ নাই।

সবাই সাইকেল চালাতে শুরু করলো আর তারা যে কতটা এক্সাইটেড সেই জায়গায় কি দেখতে পাবে এসবের নিজস্ব সব কল্পনা সবার মাঝে শেয়ার করতে শুরু করল। কথার ছলে মনে হলো না যে তারা 20 মিনিটের পথ অতিক্রম করে ফেলেছে। তারপর মিনার্ড সবাইকে ওই বনের ধারের কথা বলে। সবাই ওইখানে গিয়ে সাইকেল রেখে তাদের গ্যাজেটগুলো একে একে পড়তে লাগলো। সবকিছু পড়া শেষে সবাই আর্নোকে নিয়ে একটু মজা করে নিল। তাকে এমনিতেই অনেক সুন্দর দেখায় আর এসব পড়ে যেন তাকে আরেকটু ফ্যাশনেবল লাগছে। কারোই এসব পড়ে আনকম্ফোর্টেবল ফিল হচ্ছে না। এসব জিনিস এখন এমন ভাবেই বানানো হয়। তারপর তারা তাদের জুতার গ্রিপটা বেশি করে দিয়ে ঐ দেয়াল বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। সবাই ভেতরে প্রবেশ করে এই জায়গার বিশালতাকে অনুভব করতে পারল। যদিও গেজেট গুলোকে অনেক পরীক্ষার পরে ছাড়পত্র দেওয়া হয় তবুও তারা নিজেদের সেইফটির জন্য কার্যক্ষেত্রে সেগুলো পরীক্ষা করে নিল। সবকিছুই ঠিক আছে। থার্মাল চশমায় দেখা গেল তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি। কিন্তু তাদের ঐ জ্যাকেট’টার জন্য কিছুই মনে হচ্ছে না। তাদের চারপাশে কত হাজারো রকমের প্রাচীন পৃথিবীর জিনিসপত্র পড়ে আছে কিন্তু সেদিকে যেন তাদের কোন ভ্রুক্ষেপই নেই।

মিনার্ড তার ঘড়ির জিপিএস দেখে বলল

-চেম্বারটা ঠিক আমার হাতের এইদিক অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে। আর দূরত্বটা তিন কিলোমিটারের একটু বেশি।

তাদের কাছে তাড়াতাড়ি যাওয়ার গ্যাজেট থাকলেও তারা জায়গাটাকে ভালো হবে পর্যবেক্ষণের জন্য হেঁটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। হাঁটতে হাঁটতে জেমির আবিষ্কারকে নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে সবাই। সবকিছুই যেনো ওই চেম্বারমুখি অবস্থানে আছে।

(জেমি):- কিযে রহস্য আছে ঐ চেম্বারটাতে?।

(ক্যারি):- ঐখানে গিয়ে সব রহস্য ভেদ করে ফেলব।

চারপাশটা নজর রাখতে রাখতে অবশেষে 8:40 এর দিকে তারা সেই চেম্বারের সামনে উপস্থিত হল।

(মিনার্ড):- আমাদের কিউরিসিটির প্রধান বস্তু আমাদের সামনেই। কিন্তু আমার মনে হয় সরাসরি না ঢুকে চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া যাক।

এই কথা শুনে সবাই তার পাশের বস্তুগুলোকে ভালো হবে পরীক্ষা করে নিল। নিজের চোখে তারা আদিম পৃথিবীর দেখছে এবং স্পর্শও করছে। এমন টা এই পৃথিবীতে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ করতে পেরেছে। কেমন যেন একটা জিনিস আর্নোর নজর কাড়লো। সে ঐ জিনিসটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। জিনিসটা দেখতে পঞ্চভুজাকার আকৃতির এবং 30-40 সেন্টিমিটার বাক্সের মতো। তার উপরে লেখা "ভেস্ট্রুকটিউম"। এরকম শব্দ আগে কখনোই সে দেখেনি। তারপর সবাইকে ডেকে জিনিসটা দেখালো। সবাই খুব মনযোগ দিয়ে জিনিসটা দেখে এর ইতিহাস বা কাজ সম্বন্ধে কূলকিনারা করতে না পেরে আবার আগের জায়গাতেই রেখে দিলো।

এখন সময় 9:10 এর মতো।

সবাই এখন চেম্বারে ভেতরে ঢোকার জন্য প্রস্তুত। চেম্বারের উত্তর পাশে দরজার মত একটা অংশ আছে। এরকম দরজা এবার প্রথম দেখছে তারা। দরজার হাতলটা ধরে ভেতরের দিকে ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। সবাই প্রায় একসাথেই ভেতরে প্রবেশ করল। ভেতরটা বাইরের চেয়ে পরিষ্কার বলতে গেলে বেশ পরিষ্কার। সবকিছুই গোছানো এবং সুসজ্জিত। রুমের ঠিক মাঝখানে কেমন যেন একটা অদ্ভুত রকমের বস্তু। দেখতে অনেকটা আন্যরকম এবং মনে হচ্ছে অদ্বিতীয়।

যন্ত্রটার কাছে গিয়ে আর্নো বললো:

-যন্ত্রটার ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতাটা দেখছিস?

(লিয়াম):-তোরা কি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস, আমরা হয়তো এই জ্যাকেটের জন্য অনুভব করছি না কিন্তু ঘড়িতে দেখ অ্যাট্রাকশনের মাত্রাটা কতো বেশি।

সবাই তাদের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে আর্নো উত্তর দিল:

- এ তো অনেক বেশি।

-আর আমার মনে হচ্ছে এই জিনিসটাই হয়তো সব কিছুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে।

(মিনার্ড):-হ্যাঁ, হয়তো।

এরইমধ্যে আকাশের মেঘের লুকোচুরির মাঝে একগুচ্ছ আলোক রশ্মি চেম্বারে একমাত্র জানালার ফাঁকা দিয়ে একটা ডেস্কের মতো কিছুর উপর এসে পড়ছে। ডেস্কের উপরে থাকা কোন কিছুর উপর আলোটা পড়ে বিচিত্র রকম ভাবে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে জেমি সবাইকে নিয়ে ডেক্সের কাছে গেল। তাদের চশমা দিয়েও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তাদের চশমা বস্তুটার একটি ভার্চুয়াল গঠন তৈরি করতে পেরেছে। বস্তুটা অনেকটা ত্রিমাত্রিক আবার কেমন যেন মনে হচ্ছে বহুমাত্রিক। জেমি বস্তুটাকে হাতে নিতেই কি যেন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। সবকিছু যেন সাদা হয়ে গেল তাদের সামনে। আরে স্থায়ী ছিল মনে হয় এক পলকের মতো। এখন আবার জেমির হাতে ঐ বস্তুটাও নেই। কি ঘটনা ঘটলো তা বোঝার জন্য চেম্বারের বাইরে আসতেই সবার চক্ষু চড়কগাছ। এ কোথায় এসে পড়েছে তারা। তারা যে ডাস্ট-ইয়ার্ডে এসেছিল তার কিছুই এখানে নেই। চারপাশটা একটা বিরাণভূমি আর তার মাঝামাঝি জায়গায় আছে শুধু ঐ চেম্বারটা। তাদের অবস্থান জানার জন্য জেমি তার ঘড়ির দিকে তাকাতেই চোখ পড়ে তারিখের দিকে। তারিখ দেখে সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এ সব গ্যাজেট তো এরকম ভুল করে না। তবুও যদি ভুল করে এই আশায় অন্যদের জেমি আজকের তারিখটা দেখতে বললো। তারিখ দেখে সবারই জেমির মত অবস্থা। সবার ঘড়িতে দেখা যাচ্ছে আজকের তারিখ 19 আগস্ট 2878। তারমানে তারা কি 200 বছর পেছনে চলে এসেছে! যুদ্ধের আগে! আগের পৃথিবীতে! এটা বিশ্বাস করা ছাড়া তাদের কাছে আর কোন উপায় নেই কেননা সবগুলো গ্যাজেট কখনই একসাথে খারাপ হবেনা। এই জায়গায় তাদের একমাত্র চেনা জিনিসটা,চেম্বারটার ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। চেম্বারটা ঠিক আগের মতোই আছে। এর একটাই মানে ২৮৭৮ সাল থেকে পরবর্তী ২০০ বছরে তারাই প্রথমেই চেম্বারে ঢুকেছে। সবাই অনেকটা ভয় পেয়ে আছে। তাদের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট।

সবাই চুপচাপ, হঠাৎ মিনার্ড বলে উঠলো:

-আমাদের এই জায়গা, বলতে গেলে এই সময় থেকে বেরোনোর উপায় খুঁজতে হবে। আমাদের দেরি করা উচিত হবে না। আর সবাই অক্সিজেনের মাস্ক পড়। এখানে অক্সিজেনের মাত্রা খুব কম।

(লিয়াম):-হ্যা, চল রুমটাকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখা যাক। কিছু পাই কিনা।

এই মোতাবেক সবাই এই রুমটার এক প্রকার তল্লাশি নেওয়া শুরু করলো। আর্নো যেই ডেস্কে ঐ বস্তুটা ছিলো সেই ডেস্কটার কাছে গিয়ে ডেস্কটা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। ডেস্কের নিচের দিকে পরপর দুইটা ড্র‍য়ার। প্রথমেরটা খুলে দেখল পুরোটাই ফাঁকা। দ্বিতীয় ড্রয়ারটা খুলে সে একটা ডায়েরী খুঁজে পেল ডায়েরীটার শুধুমাত্র মাঝখানের কয়টা পৃষ্ঠা লেখা। প্রথম লাইন (আমি একজন ফিজিসিস্ট...)পরে আর্নো বলে উঠলো হয়তো আমরা কোন একটা উপায় পেয়েছি।

সবাই একসাথে হলো আর ক্যারি বলল:

- কি পাইছিস?

- এই দ্যাখ একটা ডায়েরী পেয়েছি। মনে হয় চেম্বারের মালিকের।

- কি বলিস? কিছু লেখা আছে?

- হ্যাঁ, মাঝের দিকের কিছু পৃষ্ঠায়।

- বল।

-আমি, উনি যা লিখেছিলেন তাই হুবুহু বলছি।

আমি একজন ফিজিসিস্ট আর সঙ্গে একজন ইনভেন্টরও। আমার নাম নাহয় নাই বলি। এই নামের লোকটা এই পৃথিবীতে আর হয়তো কিছু ঘন্টা বাঁচবে। আমি আমার জীবনের শেষ কিভাবে জানি। আজ আমার এই যন্ত্রটা (যেটা এই চেম্বারের মাঝখানে রয়েছে) বানানো শেষ। আমার জীবনের মেয়াদও ছিল এতোটুকুই। বাইরে কিছুক্ষণ পরেই অনেক লোক আসবে আর আমাকে হয়তো অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু আমি আমার মৃত্যু নিয়ে ভীত নই। আমি আমার পক্ষে এই পৃথিবী কে বাঁচাতে যা যা করা সম্ভব, সব করেছি। তবুও আমার এই পৃথিবী কে সম্পূর্ণরূপে বাঁচাতেই ভবিষ্যৎ থেকে এখানে আসা কোন মানুষের প্রয়োজন হবে। আমার এই ডায়েরীটা এখন যারা পড়তেছে (অর্থাৎ ভবিষ্যৎ থেকে আসা মানুষ) তাদের জন্য লিখছি। একদল মানসিক ভাবে চরম বিপদগ্রস্ত মানুষ পৃথিবী ধ্বংসের লিলাখেলায় মেতে উঠেছে। তারা এরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে চায় যে, তারা যখন মারা যাবে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় বিশ পঁচিশ বছর পর তখন যেন এই পৃথিবীও ধ্বংস হয়ে যায়। তারা যে কতটা উন্মাদ তাদের এরকম ইচ্ছা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু তারা সংখ্যায় কম নয়। আর প্রচুর ক্ষমতাশালী। তারা এই ভয়ঙ্কর কাজটা করার জন্য কয়েকজন বিজ্ঞানীও পেয়েগিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে ঐসব বিজ্ঞানীর লিডার হিসেবে বেছে নেয়। এটা হয়তো বলা উচিত হবে না সত্যিই আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ অধ্যায়। আমি আমার জীবনের বিনিময়েও এতে রাজি হইনি প্রথমে। পরে ভেবে দেখলাম আমি যদি তাদের লিডার হিসেবে কাজ করি তাহলে হয়তো পৃথিবী কে বাঁচানো শেষ সুযোগটা পাব। তাই আমি এই কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করেছি। এই ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য যে মেশিনটা আছে তার দুটো অংশ। একটা এই ঘরে, আর অন্যটা আমি পৃথিবীর অপর প্রান্তে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই। এই ঘরে থাকা যন্ত্রটার নিজস্ব একটা আকর্ষণ ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাবে। ঐসব বিকৃত মস্তিষ্কের লোকেরা বলেছে এই মান সর্বোচ্চ হতে হবে ২০/২৫ বছরে অর্থাৎ তাদের মৃত্যুর সময়ে। আমি এটাকে খুবই গোপনীয়ভাবে ২০০ বছরে পাল্টে দিয়েছি। কিন্তু ২০০ বছর পর এই যন্ত্রের অপর অংশটা মহাবিশ্বের যেকোনো জায়গাতেই থাকুক না কেন এই যন্ত্রের আকর্ষণে এর কাছে চলে আসবে আর যন্ত্রটাকে পূর্ণ করে তুলবে। যেই মাত্র অপর অংশ এর সাথে যুক্ত হবে তাতে যে বিস্ফোরণের সৃষ্টি হবে তা দিয়ে এই মিল্কিওয়ে থেকে পৃথিবী নামক গ্রহটার চিহ্ন একেবারে মুছে ফেলা সম্ভব। আমার গণনা অনুযায়ী এই যন্ত্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা হবে ৩০৭৮ সালের ১৯ ই আগস্ট বিকাল ৪-৫ টার মাঝের কোনো একটা সময়ে। বেশ কিছুদিন আগে ভূ-গর্ভ থেকে নতুন একটি মৌল আবিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু এটা প্রকাশ করা হয় নি। মৌলটির বিস্তারিত হওয়ার ক্ষমতা দেখে এর আবিষ্কারকেরা খুবই বিচলিত হয়ে পরেছিলেন এবং একে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। যেহেতু এটি পাবলিকলি প্রকাশ করা হয় নি তাই এই ব্যান'টা ছিল মূলত সকল বিজ্ঞানীদের জন্য। তারা কোনো রকম গবেষণা বা কাজ করতে পারবেন না এই মৌলটি দিয়ে। কিন্তু ঐ পাষাণদের ক্ষমতার জোরে তারা একদল বিজ্ঞানী দিয়ে এই যন্ত্রের অপর অংশটি বানিয়ে নিয়েছে। ঐ অত্যন্ত বিস্ফোরক মৌলটির নাম 'ডেস্ট্রুকটিউম' যায় অর্থ ধ্বংসকারী। এই নাম অনুসারে যন্ত্রের ঐ অংশটা যেটা যন্ত্রের ট্রিগার হিসেবে কাজ করবে তার নাম রাখা হয়েছে ‘ডেস্ট্রুকটিউআ'।

এই ফিজিসিস্টের কথা যদিও তাদের বিশ্বাস হতো না কিন্তু 'ডেস্ট্রুকটিউআ' লেখা বস্তুটা তো চেম্বারের বাইরেই দেখে এসেছে। এসব বিশ্বাস করা ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথই নেই।

(ক্যারি):- এই নামের জিনিসটা তো আমারা দেখে এসেছি। তার মানে এই সব সত্য।

(জেমি):- তাই তো মনে হচ্ছে।

- এসব যদি সত্যি হয় তাহলে উনি কি যেন বলছেন , এ থেকে রক্ষা পেতে আমাদের অর্থাৎ ভবিষ্যতের লোক লাগবে। তাড়াতাড়ি পর আমাদের পৃথিবীকে রক্ষা করার কি উপায় আছে?

- হ্যা, এই আবার আমি পড়া শুরু করছি।

আমি যে বলেছিলাম আমার পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে বাঁচাতে ভবিষ্যতের মানুষের প্রয়োজন হবে, তার কারণ এই যন্ত্রটা একবার তৈরি হয়ে গেলে নষ্ট করা বা বিকল করা এমনকি মডিফাই করাও সম্ভব নয়। একমাত্র উপায় এটাকে তৈরি হতে না দেয়া। যেহেতু ২৮৭৮ সালের ১৯ই আগস্ট এই যন্ত্রটা সম্পূর্ণরূপে তৈরি হয়েছে এক্সাক্ট সময়টা সকাল ১০-১১ এর মধ্যে হবে। তখন হয়তো আমি বেঁচে থাকব না। ঐ অমানুষ গুলোর আসার সময় হয়ে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি করে বলছি কি করতে হবে। এই চেম্বারের পশ্চিম কোণে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি কম্পিউটার আছে। সেখানেই এই যন্ত্রের সমস্ত কোড লেখা আছে। এখন সেগুলো প্রসেস হচ্ছে। প্রসেসিং কম্পিলিট হয়ে গেলেই যন্ত্রটা পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে। তখন কম্পিউটার ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললেও কোনো লাভ নেই। আমি এই প্রসেসিংটা থামাতে পারবোনা বলেই আমার ভবিষ্যত থেকে আসা লোকের প্রয়োজন। কারণ সেই সময় হয়তো আমার অন্তিম সময়টা ঘনিয়ে আসবে। এই জন্য আমি মানুষকে একসময় থেকে অন্যসময়ে আনা-নেওয়ার জন্য দুটি বস্তু বানিয়েছি। যার একটি আমার এই ডেস্কের উপর রাখলাম। এটিতে স্পর্শ করা মাত্রই মানুষ ২৮৭৮ সালের ১৯ই আগস্ট বেলা ৯:৫৫ মিনিটে চলে আসবে। আর অন্যটি এই ডেস্কের বিপরীতে থাকা চেয়ারটির উপর রাখা আছে। এটা স্পর্শ করলে ঐ মানুষ/মানুষেরা যেই সময় থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যাবে।

কথাটা শোনার সাথে সাথে সবাই আগে চেয়ারের উপরে থাকা বস্তুটা চেক করল। ডায়েরীতে ঠিক যেমনটা বলা আছে বস্তুটাকে ঐ জায়গায় দেখে সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো এই ভেবে যে তারা আবার তাদের বর্তমানে ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু এখন তাদের সামনে এক গুরু দায়িত্ব এসে পড়েছে। তাদের এই পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে হবে। সবাই তাড়াতাড়ি করে ঐ কম্পিউটারের কাছে গেল। সেখানে গিয়ে দেখতে পেল কম্পিউটারে সব ডেটা প্রসেসিং হচ্ছে। এটা প্রায় শেষের দিকে। মিনার্ড তাড়াতাড়ি করে চেয়ারে বসে প্রসেসিংটা বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলো। তাদের বন্ধুদের মধ্যে মিনার্ডের এসব ব্যাপারে একটু বেশি ঝোঁক। মিনিট দশেক পর সবাই কম্পিউটার স্ক্রিনে একটা এল্যার্ট দেখতে পেল ( আর ইউ শিওর,ইউ ওয়ান্ট টু কেনসেল ইট। ইট উইল বি পারমানেন্টলি ডিলিটেড)। তারপর মিনার্ড ইয়েস বাটনে ক্লিক করতেই প্রোগ্রামটা প্রসেস হওয়া বন্ধ হয়ে গেল এবং সেই সাথে ডিলিটও হয়ে গেল। এটা সবাই দেখে চিৎকার করে বলে উঠলো:

-ইয়া,ইউ হ্যাভ ডান ইট।

(মিনার্ড):- এখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত হবে না। কখন কি বিপদ হয়।

তারপর সবাই ঐ চেয়ারের কাছে গিয়ে একসাথে হয়ে বস্তটাকে স্পর্শ করতেই আগের মতো ঘটনা ঘটলো। তারা সত্যিই ফিরে এসেছে কিনা পরিক্ষা করার জন্য ক্যারি চেম্বারের বাইরে আসলো। বাইরে আবর্জনার স্তূপ দেখে আর ঘড়ির সময় দেখে নিশ্চিত হলো যে তারা যেই সময় থেকে অতীতে গিয়েছিল আবার সেই সময়েই ফিরে এসেছে। সবাই চেম্বারের বাইরে আসলো। এখন সময় সকাল ৯:৩০।

(মিনার্ড):- এসবের জন্য ২০ মিনিট দেওয়াই যায়।

(ক্যারি):- আমরা যে আমাদের এই পৃথিবীকে রক্ষা করে আসলাম এটা অনেকে বিশ্বাস'ই করবে না।

(মিনার্ড):- তাতে আমাদের কি। আমরা কিন্তু এটা কাউকে বলবো না।

(আর্নো):- তা তো অবশ্যই, আমরা এটা কাউকেই জানাবো না। ভাগ্যিস আজকেই আমরা এখানে এসেছিলাম। নইলে কি যে হতো। আর একটা জিনিস আমাকে ভাবাচ্ছে , ঐ লোকটা কে ছিল?

(ক্যারি):- তোর সাথে যার দেখা হয়েছিল সেদিন।

(আর্নো):- হ্যা। উনি এসব কেমন করে জানেন?

(মিনার্ড):- এসব নিয়ে আর ভাবিস না। উনি কেমন করে জানেন, এটা উনার বিষয়। এই দেখ আকাশটাও পুরো মেঘে ঢেকে গেছে, একটু পরেই হয়তো বৃষ্টি নামবে। আমাদের ফুটবল ম্যাচ আছে আজ সাড়ে দশটায় মনে আছে তো। আর আমরা এতোসব গ্যাজেট নিয়ে এসেছি, এগুলোর একটু সৎ ব্যবহার করি বৃষ্টি না নামা পর্যন্ত।

এরপর সবাই আশেপাশের বিভিন্ন জিনিস পরিক্ষা করতে থাকে। মিনিট বিশেক সময় পর ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়। সবাই তখন এ জায়গা থেকে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এমন সময় আর্নো বললো:

- আমি এই 'ডেস্ট্রুকটিউআ' জিনিসটা আমার সাথে নিয়ে যাবো। এটা দেখতে বেশ সুন্দর।

(মিনার্ড):- ভয়ঙ্কর সুন্দর।